বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
২	**অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন**		
	উপজেলা পর্যায়ে	ক) ১৩৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।	৩৮৯টির নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।
		খ) ২৮৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।	৫২টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫১ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছিল।
		গ) নবসৃষ্ট ১২টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের আওতায় ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। বাকী ৩টির নির্মাণ শেষ পর্যায়ে আছে।	৫টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছিল।
		ঘ) লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ছিটমহলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
		ঙ) পর্যটকদের সুবিধার জন্য কুয়াকাটায় ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	পর্যটন এলাকায় ইতোপূর্বে কোনো হাসপাতাল অবকাঠামো তৈরি হয়নি।
	জেলা পর্যায়ে	ক) ৩টি ৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে (রাজবাড়ী, নড়াইল, গাজীপুর)।	১২টির নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।
		খ) ৫টি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। (মৌলভীবাজার, বিবাড়ীয়া, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী)	৩ টি ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছিল
		গ) ৩টি জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ নির্মাণ (কক্সবাজার, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি) করা হয়েছে এবং এ বৎসর সকল জেলায় সিসিইউ নির্মাণ করা হচ্ছে।	যশোহরে ১টি করনারী কেয়ার ইউনিট নির্মিত হয়েছিল।
	মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল	ক) ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স নির্মিত হয়েছে।	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল-কে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছিল।
		খ) ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ হয়েছে।	
		গ) ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।	
		ঘ) ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি স্থাপন করা হয়েছে।	

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
	মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল	ঙ) বিএসএমএমইউ-কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রূপান্তর করণ করা হচ্ছে।	
		চ) ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ নির্মাণ করা হচ্ছে।	
		ছ) ঢাকার শ্যামলী-তে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
		জ) ফৌজদারহাট ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিস হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
		ঝ) ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ১. খুলনা ২. পঞ্চগড়	এধরনের কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মিত হয়নি।
		ঞ) ৫টি মেডিকেল কলেজ (খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, ফরিদপুর) আইসিইউ, ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে।	৩টি ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে।
		ট) ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	নির্মান কাজ শুরু হয়েছিল।
		ঠ) ৪টি মেডিকেল কলেজ একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। (নোয়াখালী, পাবনা, যশোর, কক্সবাজার)	২টি (বগুড়া ও দিনাজপুর)
		ড) ৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউট কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।	কোনো নার্সিং ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হয়নি।
		ঢ) মহাখালীতে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।	কোনো ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়নি।
		ণ) মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য ২০ তলা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য কোনো আলাদা ভবন ছিল না।
		প) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট, সাভার নির্মাণ করা হচ্ছে।	এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়নি।
		ফ) ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৪টি নির্মিত হয়েছে (সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রাম)। খুলনায় অগ্রগতি ৭০%।	২টি নির্মিত হয়েছিল।
		ব) ৫টি ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে (ফরিদপুর, টাংগাইল, ভালুকা, দাউদকান্দি ও ফেনী)। ৩টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (বাহুবল, ধামরাই ও লোহাগড়া)।	৫টি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু চালু করা হয়নি।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
৩	স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ	ক) জরুরি প্রসূতি সেবা ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	১৩২ টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা চালু ছিল।
		খ) টিকাদান কভারেজ ৮০.২%	৭৫%
		গ) টিকাদান কর্মসূচিতে হিব ভ্যাকসিন এবং রুবেলা ভ্যাকসিন যুক্ত হয়েছে।	১টি। হেপাটাইটিস বি যুক্ত হয়েছিল।
		ঘ) মেটারনাল ভাউচার স্কিম ৫৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	মেটারনাল ভাউচার স্কিম ৩৫টি উপজেলায় চালু ছিল।
		ঙ) ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫%	৮৮%
		চ) ৪৪টি জেলা হাসপাতাল, ১৯৩ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (১০টি নৌ এম্বুলেন্সসহ) ৩০টি অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ২৬৭টি এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।	৮২টি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছিল।
		ছ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ণ ইউনিট ১০০ শয্যায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সকল মেডিকেল কলেজে বার্ণ ইউনিট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।	পূর্বে ৪০টি শয্যা ছিল।
		জ) কালাজ্বর এ মৃত্যুর সংখ্যা ২০১০ সালে '০' তে হ্রাস পেয়েছে।	২০০৮ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৩০।
		ঝ) ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর সংখ্যা ২০১০ সালে ৩৭ এ হ্রাস পেয়েছে।	২০০৮ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৫৪
		ঞ) ভেজালমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টি করার জন্য দেশে এবং বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।	পূর্বে এ ধরনের কোন ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী ছিল না।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
৪	চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন	ক) ৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে (কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, গাজীপুর)	১টি (শহীদ সোহরাওয়ারদী মেডিকেল কলেজ)।
		খ) মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ৬৮০টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।	এসময়ে কোনো আসন বৃদ্ধি হয়নি।
		গ) ৩ বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।	মিডওয়াইফারি কোর্স চালু ছিল না।
		ঘ) নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি নার্সিং কোর্সকে ৪ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।	
৫	স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন	ক) এডহক ভিত্তিতে ৪১৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	
		খ) ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৪০৮৩ জন সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৪৩৩৮জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
		গ) ৫৮৪৭ জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে।	২০০০ নার্স নিয়োগ হয়েছে।
		ঘ) সিনিয়র ষ্টাফ নার্সদের পদ মর্যাদা ২য় শ্রেনিতে উন্নীত করা হয়েছে। ঙ) ৮০০০ জন চিকিৎসককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। চ) স্বাস্থ্য খাতে ১২,০০০ বেশি পদের সৃষ্টি করা হয়েছে।	পূর্বে সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ মর্যাদা ৩য় শ্রেণির ছিল।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১	২	৩	৪
ক্রমিক নং	উপ-খাত	২০১৩ সাল	২০০৮ সাল
৭	নতুন আইন বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও বিদ্যমান আইনের সংস্কার	ক) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।	নিরাপদ রক্তসঞ্চালন আইন ২০০২ ও ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করা হয়েছিল।
		খ) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		গ) বাংলাদেশ জনসংখ্যানীতি ২০১২ প্রণীত হয়েছে।	
		ঘ) বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধন) ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		ঙ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		চ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		ছ) শতাব্দী পুরাতন অমানবিক কুষ্ঠ আইন লেপ্রসী এ্যাক্ট ১৮৯৮ মহান জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়েছে (জুন, ২০১০)।	
		জ) মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।	
		ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।	